দৈনিক
...কিলাব

তারিখ ... 24 APR 2003
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... ৭

গোদাগাড়ীর বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অযোগ্য লোকদের মাধ্যমে চালানো হচ্ছে

গোদাগাড়ী উপজেলা সংবাদদাতা ঃ রাজশাহীর গোদাগাড়ী পৌরসভা ও উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশিরভাগ পরিচালিত হচ্ছে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত লোকদের মাধ্যমে।

মানসম্মত উন্নত পাঠদানে ব্যর্থ এমনসব লোককে শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ অন্যান্য পদে নিয়োগ করা হচ্ছে। এসব নানাবিধ

সমস্যা এ অঞ্চলের শিক্ষা বিস্তারে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। গত কয়েক বছর ধরে গোদাগাড়ীর মতো

রাজশাহীর শিক্ষা ব্যবস্থা এক সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলছে আর শিক্ষার মান ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। এসব নিয়োগকৃত শিক্ষক-শিক্ষিকারা

মানসম্পন্ন উন্নত পাঠদানে পুরোপুরি ব্যর্থ হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা ঝুঁকে পড়ছে নকল প্রবণতার দিকে। আর নকল করতে গিয়ে শিক্ষা জীবন শুরুতে শেষ হয়ে

যাচ্ছে। শিক্ষাবিদ ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের মতে, হাতেগনা কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া বাকীগুলোতে শোচনীয়

পরিস্থিতি বিরাজ করছে। গোদাগাড়ীতে ছোট-বড় দেড় শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) রয়েছে,

রাজশাহীতে ৫ সহস্রাধিক স্কুল, কলেজ মাদ্রাসার বেশিরভাগেরই বর্তমানে করুণ দশা। বেশ কয়েক বছর ধরে এসব

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের চেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে রাজনৈতিক, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও স্বেচ্ছাচারবাদীদের দাপট। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে মনগড়া

কমিটির মাধ্যমে আবার পৌরসভার ১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গভর্নিং বডির নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পরেও উপর মহলের

হস্তক্ষেপে নির্বাচন বাতিল করে অস্থায়ী ভিত্তিতে মনগড়া কমিটি গঠন করার নজিরবিহীন ঘটনাও ঘটেছে। ফলে

যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব শিক্ষা বিস্তারে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা দেখা

দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ডোনেশনের প্রথা

অনেক সময় যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে।